সমকাল
09 MAY 2025

বাণিজ্যে এখনও বড় বাধা অদৃশ্য নিয়ম-কানুন

■ সমকাল প্রতিবেদক

আঙ্কটাডের প্রতিবেদন

সাম্প্রতিক সময়ে শুল্ক বা ট্যারিফ বাড়লেও রপ্তানি ব্যয়ের প্রধান কারণ হিসেবে এখনও নন-ট্যারিফ ব্যবস্থা বা অ-শুল্ক বাধাগুলোই সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখছে। নানা ধরনের অদৃশ্য বাধা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গতিপথ নির্ধারণ করছে।' জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন সংস্থা আঙ্কটাডের বিশ্ববাণিজ্য পরিস্থিতির ওপর মে মাসের প্রতিবেদনে এমন মত দেওয়া হয়েছে।

সম্প্রতি প্রকাশিত গ্লোবাল ট্রেড আপডেট নামের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্বের অধিকাংশ দেশের জন্য এখন বাণিজ্যের সবচেয়ে বড় ব্যয় তৈরি করছে অ-শুল্ক বাধা। প্রযুক্তিগত মানদণ্ড, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা-সংক্রান্ত শর্ত, পরিবেশগত নিয়ম, পরীক্ষাগার সনদ এবং জটিল সার্টিফিকেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এসব বাধা আসছে। অ-শুল্ক বাধা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রকে পরিণত হয়েছে।

প্রতিবেদনের তথ্য বলছে, ৮৮ শতাংশ ক্ষেত্রে নন-ট্যারিফ ব্যবস্থার কারণে সৃষ্ট ব্যয় ট্যারিফের চেয়েও বেশি। উন্নয়নশীল দেশগুলো একই সঙ্গে বাড়তি ট্যারিফ ও উচ্চতর অনুগত্য ব্যয়ের (কমপ্লায়েন্স কস্ট) মুখোমুখি হচ্ছে। শুধু স্বচ্ছতা বাড়ালেই এসব ব্যবস্থাজনিত বাণিজ্য ব্যয় প্রায় ২০ শতাংশ কমানো সম্ভব।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, বাংলাদেশের মতো রপ্তানিনির্ভর অর্থনীতির জন্য বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের তৈরি পোশাক খাত ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার বাজারে ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। কিন্তু কার্বন নিঃসরণ, শ্রমমান এবং টেকসই উৎপাদন নিয়ে নতুন নতুন শর্ত সামনে আসছে। ছোট ও মাঝারি রপ্তানিকারকদের জন্য এসব শর্ত পূরণ করা অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে। আরও বড় সমস্যা হচ্ছে অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা। উন্নত দেশগুলোর মতো পর্যাপ্ত পরীক্ষাগার, আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন সার্টিফিকেশন ব্যবস্থা বা প্রযুক্তিগত সহায়তা অনেক উন্নয়নশীল দেশে নেই। ফলে রপ্তানিকারকদের বিদেশে পরীক্ষা করাতে হয়, যা সময় ও ব্যয় দুটোই বাড়ায়।

গ্লোবাল ট্রেড আপডেটে আরও বলা হয়েছে, ২০২৫ সালে ট্যারিফ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে ঠিকই। কিন্তু গত কয়েক দশকে এগুলোই বাণিজ্যের সবচেয়ে বড় বাধা ছিল না। বর্তমানে সবচেয়ে বেশি ব্যয় তৈরি করছে নন-ট্যারিফ ব্যবস্থা; যেমন প্রযুক্তিগত বিধিনিষেধ, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তাসংক্রান্ত শর্ত এবং সনদপত্রের প্রক্রিয়া। এসব ব্যবস্থাই নির্ধারণ করে কে বাজারে প্রবেশ করতে পারবে এবং কোন শর্তে পারবে। অধিকাংশ দেশের জন্য এসব শর্ত পূরণের খরচ ট্যারিফের চেয়েও বেশি।

আনক্টাডের বিশ্লেষণ বলছে, এই চাপ সবার ওপর সমানভাবে পড়ছে না। উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে একই সঙ্গে উচ্চ ট্যারিফ এবং জটিল শর্তের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। কিছু অঞ্চলে ২০২৫ সালে রপ্তানির ওপর ট্যারিফ প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। একই সময়ে মানদণ্ড পূরণের প্রক্রিয়াও আরও কঠিন ও ব্যয়বহুল হয়ে উঠেছে। ফলে বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। স্বল্পোন্নত দেশগুলো জি২০ বাজারে তাদের প্রায় ১০ শতাংশ রপ্তানি হারাচ্ছে, কারণ তারা এসব শর্ত পূরণ করতে পারছে না। ক্ষুদ্র রপ্তানিকারকেরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। সীমিত প্রযুক্তিগত সক্ষমতা এবং স্থানীয় পরীক্ষাগারের অভাব ব্যয় বাড়াচ্ছে ও প্রতিযোগিতা কমিয়ে দিচ্ছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, সমস্যা শুধু এসব ব্যবস্থায় নয়, বরং সেগুলো কীভাবে প্রয়োগ করা হয়, তাতেও। স্বচ্ছতার অভাবে প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য শর্তগুলো চিহ্নিত করা এবং তা মেনে চলা কঠিন হয়ে পড়ে। এই অনিশ্চয়তা বিশেষ করে ছোট ব্যবসার জন্য বিলম্ব ও অতিরিক্ত ব্যয় তৈরি করে। তথ্যে সহজ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা গেলে বাস্তব পরিবর্তন আনা সম্ভব। বেশি স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা গেলে এসব ব্যবস্থাজনিত বাণিজ্য ব্যয় প্রায় ১৯ শতাংশ কমানো যেতে পারে। কোনো শর্ত যথাযথভাবে জানানো না হলে তার ব্যয় ২৮ শতাংশ ট্যারিফের সমপর্যায়ের হতে পারে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নন-ট্যারিফ ব্যবস্থার পেছনে বৈধ জনস্বার্থ রয়েছে। এগুলো নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সুরক্ষায় সহায়তা করে। তাই লক্ষ্য হওয়া উচিত এগুলো তুলে দেওয়া নয়, বরং অপ্রয়োজনীয় ব্যয় কমানো। বেশি স্বচ্ছতা, শক্তিশালী নিয়ন্ত্রক সহযোগিতা এবং লক্ষ্যভিত্তিক সহায়তা রপ্তানিকারকদের এসব শর্ত আরও কার্যকরভাবে পূরণে সহায়তা করতে পারে। বিভিন্ন দেশের মানদণ্ডের সমন্বয় বা পারস্পরিক স্বীকৃতিও ব্যয় কমাতে সহায়ক হতে পারে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোর পারস্পরিক বাণিজ্যে। এসব পদক্ষেপ না নেওয়া হলে, ট্যারিফ কম থাকলেও বাস্তবে বিশ্ব বাণিজ্য আরও সীমাবদ্ধ হয়ে উঠবে।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।

বণিক বার্তা

0 9 MAY 2026

সিলেটে বাণিজ্যমন্ত্রী

মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি দেশের স্বার্থের অনুকূলে না হলে সংশোধনের সুযোগ রয়েছে

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ সিলেট

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে করা বাণিজ্য চুক্তি দেশের স্বার্থের অনুকূলে না হলে তার সংশোধনের সুযোগ চুক্তির মধ্যেই রয়েছে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির। সিলেট সদর উপজেলার বাইশটিলা এলাকায় গতকাল জেলা পরিষদ ন্যাচারাল পার্ক পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, 'দুটি রাষ্ট্র কোনো চুক্তি করলে তা ইচ্ছা-স্বাধীন পরিবর্তন করা যায় না। দুটি ব্যক্তির মধ্যে চুক্তি হলে চট করে রদবদল করা যায়; কিন্তু রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়।'

চুক্তির মধ্যে বিভিন্ন ধারা থাকে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'কিছু ধারা একটি পক্ষের অনুকূলে যায়, কিছু অন্যপক্ষের। দুই পক্ষের একটা উইন উইন সিচুয়েশন থাকে। এটি মিলিয়েই তো চুক্তি। তবে চুক্তি বাস্তবায়নের সময় এমন কিছু যদি আমাদের সামনে আসে, যা দেশের স্বার্থের অনুকূলে নয়—এমন ধারা যদি পরিলক্ষিত হয় তা সংশোধনের সুযোগ চুক্তির মধ্যেই রয়েছে।'

মূল্যস্ফীতি-সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, 'জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির ফলে পণ্যের দামের ওপর যে অভিঘাত তা ওয়ানটাইম স্পাইক, ওয়ানটাইম ইনক্রিজ। এ কারণে মূল্যস্ফীতি স্পাইলার হবে না, আবার স্টিকিও হবে না।'

তিনি আরো বলেন, 'দেশের বন্দর ব্যবস্থাপনায় দক্ষতার ঘাটতির কারণে পণ্য পরিবহন ব্যয় বাড়ছে, সেটি কমাতে বন্দরগুলোর সক্ষমতা বাড়াতে হবে। এজন্য একটি ড্যানিশ কোম্পানিকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। বন্দরের কাজ দ্রুত হলে ইউনিটপ্রতি খরচ কমে আসবে।'

বাইশটিলায় ন্যাচারাল পার্ক নির্মাণ প্রসঙ্গে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, 'এটিকে পর্যটক আকর্ষণীয় স্থানে রূপান্তরের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এখানে ন্যাচারাল পার্কে কেবল, রোপ ব্রিজ—এ রকম অনেক কিছু থাকবে। শিশু থেকে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য অনেক উপকরণ থাকবে। এটি নিয়ে একটি মাস্টারপ্ল্যান করেছে জেলা পরিষদ।'

The Financial Express

09 MAY 2026

Int'l trade deals can be revised to safeguard nat'l interest: Muktadir

SYLHET, May 8 (BSS) : Commerce Minister Khandakar Abdul Muktadir said on Friday clauses in international trade deals can be amended if they are later found to be contrary to Bangladesh's national interest during implementation.

"Bilateral agreements between sovereign states are fundamentally different from private contracts and cannot be changed or cancelled unilaterally at will. Such agreements are formed on the basis of mutual benefit and generally contain provisions that allow adjustments if necessary," he said.

The Minister made the remarks while talking to reporters after inspecting the proposed "Zila Parishad Natural Park" project in the Baishtilla area adjacent to Sylhet Airport.

In his speech, Muktadir said that a contract between two individuals can be changed at a moment's notice, but that is not possible for two states.

"Trade agreements are established under a win-win framework where both countries are expected to benefit," he added.

However, he noted that if any provision is found to be unfavorable to Bangladesh during implementation, there are opportunities within the agreement structure to seek revisions.

Addressing concerns over inflation and fuel price adjustments, the minister said that the recent increase in domestic fuel prices remains relatively small compared to international market trends.

He described the impact on commodity prices as a one-time increase rather than a long-term inflationary spiral, expressing confidence that the situation would not become persistent.

He also warned traders against taking advantage of the fuel price adjustment to raise prices unjustifiably.

The government, he said, would take action against businesses that increase prices disproportionately to the actual rise in diesel costs or attempt to manipulate the market based on anticipated future changes.

The minister also outlined the government's economic philosophy regarding state-owned enterprises, saying the government should not remain directly involved in running commercial businesses.

"Many state-run industries suffer from inefficiency and recurring financial losses that place a burden on the public exchequer," he added.

Muktadir said the government plans to transfer loss-making mills and factories to private sector investors with the aim of revitalizing industries, creating employment opportunities, improving productivity, and strengthening state revenue generation through more efficient private sector management.

During the visit, he also discussed plans to develop 43 acres of Zila Parishad land in Baishtilla into a major tourist attraction.

The minister said a comprehensive master plan has already been prepared for the proposed Natural Park project and the government will provide the required funding for its implementation.

According to the minister, the project will feature cable cars, rope bridges, and a range of recreational facilities for both children and adults.

He expressed optimism that the park would emerge as a major tourism landmark in the Sylhet region.

Sylhet Zila Parishad Administrator Abul Kaher Chowdhury Shamim, Sylhet Metropolitan BNP Acting President Rezaul Hassan Koyes Lodi, local political leaders, and officials from the administration accompanied the minister during the inspection.

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।